দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 23 2002

বিশ্বগ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস এবং আমাদের করণীয়

ইউনেস্কো ১৯৯৫ সালের ২৩ এপ্রিলকে বিশ্বগ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ববরেণ্য দুই সাহিত্যিক উইলিয়াম সেক্সপিয়ার এবং সারভান্তেসের জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখা এবং বইয়ের সর্বোপরি তথ্য সামগ্রীর প্রতি মমত্ববোধ ও এর ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টির জন্যই এ ঘোষণা দেয়া হয়। জাতিসংঘ ও এর অংগসংগঠনগুলোর সিদ্ধান্তে বিভিন্ন দেশ প্রায় ৪০০টি দিবস পালন করে থাকে। এ দিবসগুলো জনমানুষকে আরও উপলব্ধি ও কার্যক্রম গ্রহণে সাহায্য করে। ১৯৭২ সালকে ইউনেস্কো 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' ঘোষণা করে ইতিপূর্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ১৯৭৪ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থমেলা' শুরু করে। এ মেলা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে। ১৯৭৫ সাল থেকে আমাদের দেশে আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা হয়ে আসছে। এ বই মেলাগুলোর অনুষ্ঠানে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু বর্তমানে আঞ্চলিক বইমেলা হচ্ছে না। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক সমিতি ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' এখন জনগণের বইমেলায় পরিণত হয়েছে। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অষ্টম ঢাকা বইমেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি ২০০২ সালকে 'গ্রন্থবর্ষ' ঘোষণা করেন। এই বইমেলায় বিশিষ্ট গ্রন্থাগার সংগঠক প্রফেসর শরীফ হোসেনকে পুরস্কৃত করা হয়। পরে তাঁকে একুশে পদকও দেয়া হয়। দেশের শতবর্ষী গ্রন্থাগারগুলো আলোচনায় আসে। ইতিমধ্যে দেশে গ্রন্থনীতি (Book policy) এবং গ্রন্থাগারনীতি (Library Policy) প্রণীত হয়েছে। এবার নজর দেয়া প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইনের দিকে (Library Laws)। অষ্টম ঢাকা বই মেলার শ্লোগান ছিল 'সুষ্ঠ সমাজ গঠনে বই' সময় উপযোগী একটি শ্লোগান নিশ্চয়ই। গ্রন্থবর্ষ হিসেবে দেশের গ্রন্থাগারগুলো অন্যতম গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গত ২৭ মার্চ 'স্বাধীনতা গ্রন্থ মেলার' আয়োজন করে, যা চলে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত।

ষাট-আশির দশক পর্যন্ত সময়কালকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের যুগ বলা হতো। কিন্তু এখন আর জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে দেখা হয় না। যদি সে জনসংখ্যা হয় প্রশিক্ষিত। ১৯৯৮ সালে তথ্যবিজ্ঞানী মারশম্যান এক গবেষণার ফলাফলে জানান, বিশ্বে উন্নত দেশগুলোতে সঠিক তথ্য জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে দু' থেকে আড়াই শতাংশ অবদান রাখছে। এ তথ্য বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশেই তথ্যের অবাধ ও স্বাধীন প্রবাহ প্রয়োজন। ১৯৭২ সালের ২৪ অক্টোবরকে জাতিসংঘ বিশ্ব উন্নয়নে তথ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

বিশ্বগ্রন্থ ও গ্রন্থদিবসের উদ্দেশ্য, দেশে দেশে প্রকাশক ও তথ্যের অবাধ ও স্বাধীন প্রবাহ নিশ্চিত করা আর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের গ্রন্থস্বত্ব (Copyright) নিশ্চিত করা। মানুষের যাবতীয় সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে আইনগতভাবে সংরক্ষণের জন্য কপিরাইট, প্যাটেন্ট, ডিজাইন, কপিরাইট আইন করা হয়েছে। এগুলো না থাকলে বা না মানলে সামাজিক শৃংখলা ব্যাহত হতে বাধ্য।

এবার আমি প্রকাশনা শিল্পের দিকে। বাংলাদেশে প্রকাশনা শিল্পকে এখনও শিল্পের মর্যাদা দেয়া হয়নি। এটিকে Thurst Sector বলা হচ্ছে না। অথচ এটা প্রয়োজন। প্রকাশনা শিল্প একটি সৃজনশীল সেক্টর। গ্রন্থের প্রধান ভোক্তা জনগণ ও গ্রন্থাগার। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। ঢাকায় ১ কোটি মানুষের জন্য রয়েছে একটি মাত্র পাবলিক লাইব্রেরি ও দু'টি শাখা লাইব্রেরি। এক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডের জন্য এ পাবলিক লাইব্রেরি কি যথেষ্ট? ২০০০ সালে বাংলাদেশের কপিরাইট আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। পৃথিবীতে দেশে দেশে এখন বুদ্ধিবৃত্তিক চৌর্যবৃত্তির পরিমাণ বেশী। একজনের মৌলিক সৃষ্টি অন্যজন কৃতজ্ঞতা ছাড়াই ব্যবহার করছে। নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করছে। বিশ্ব গ্রন্থস্বত্ব দিবসে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে ১৯৬২ সালের কপিরাইট আইন, যা ১৯৭৪ সালে সংশোধিত হয়, ২০০০ সালে একে আরও সংশোধিত করা হয়েছে। বর্তমান আইনে কম্পিউটার প্রোডাক্টসসহ অন্যান্য সৃজনশীল ও মৌলিক সৃষ্টিকে সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে। এবারের কপিরাইট আইনটি প্রায় সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ১২০০ শিরোনামের গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থগুলোর অঙ্গসৌষ্ঠব, উপস্থাপনা সর্বক্ষেত্রেই এসেছে পরিবর্তন। এদেশে সব মিলে হাজার দেড়েক গ্রন্থাগার আছে ,যা যথেষ্ট নয়।

বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবসে কিছু বিষয় সংশ্লিষ্ট মহল ভেবে দেখতে পারেন:

(১) দেশের প্রকাশনাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা,

(২) প্রকৃত সৃজনশীল প্রকাশকদের ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য দেয়া,

(৩) শ্রেষ্ঠ প্রকাশক, প্রচ্ছদকারক, লেখক, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা,

(৪) ইতিমধ্যে অনুমোদিত গ্রন্থনীতি (Book policy) গ্রন্থাগার নীতি (Library policy) যথাযথ প্রয়োগের জন্য শক্তিশালী মনটরিং-এর ব্যবস্থা করা,

(৫) দেশে গ্রন্থাগার আইন, গণগ্রন্থাগার আইন, ন্যাশনাল লাইব্রেরি আইন, বিশেষ লাইব্রেরি আইন একাডেমিক লাইব্রেরি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা,

(৬) গ্রন্থাগার পরিচালনাকারী পেশাজীবীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে ক্যাডারভুক্তকরণ,

(৭) দেশে অন্তত দশ হাজার গণগ্রন্থাগার স্থাপনের ক্রাশ প্রোগ্রাম নেয়া,

(৮) দেশের বেসরকারী গণগ্রন্থাগারগুলোকে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন আনা অর্থাৎ পরিপূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা,

(৯) দেশের প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আধুনিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া,

(১০) দেশের কপিরাইট আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া,

(১১) ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক বইমেলায় রূপান্তরের জন্য উদ্যোগ নেয়,

(১২) পাড়ায়-পাড়ায়/ মহল্লায়-মহল্লায় পাঠাগার, বুক ক্লাব স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া,

(১৩) ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে সংযুক্তির মাধ্যমে দেশে ইন্টারনেট ইত্যাদির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী
মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান,
১৫/৭ উত্তরা
সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার,
সেক্টর ৮, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০।